যুগান্তর

তারিখ 14 JUL 2006
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

এসএসসিতে বেশিরভাগ ফেল এ দু'বিষয়ে

দেশে ইংরেজি ও অংকের দক্ষ শিক্ষকের অভাব

শাফিউল ইসলাম

দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে বিষয় ভিত্তিক, ইংরেজি ও অংক বিষয়ের যোগ্য এবং দক্ষ শিক্ষকের অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। যার নেতিবাচক প্রভাব প্রতি বছরের মতো এবারও সদ্য প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে। এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৫২ দশমিক ৫৭ ভাগ। ফেল করেছে ৪৭ দশমিক ৪৩ ভাগ। এই ফেল করা শিক্ষার্থীর বেশিরভাগই ইংরেজি কিংবা অংক অথবা উভয় বিষয়ে ফেল করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়।

এবার সারাদেশে এসএসসি পরীক্ষায় ৭ লাখ ৫১ হাজার ৪২১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৯৯৩ জন। ৩ লাখ ৫৬ হাজার ৪২৮ পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হতে পারেনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের কম্পিউটার সেন্টার সূত্রগুলো জানায়, অকৃতকার্যদের মধ্যে প্রায় ৩ লাখ শিক্ষার্থীই ইংরেজি কিংবা অংক অথবা উভয় বিষয়ে ফেল করেছে। এই দু'বিষয়ে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের অভাবের কারণেই শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ এসব বিষয়ে ফেল করছে বলে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

জানা যায়, এই নেতিবাচক চিত্র শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে গ্রাম পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেই বেশি। শহরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের তেমন অভাব না থাকলেও গ্রামের স্কুলগুলোতে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। গ্রামের স্কুলগুলোতে একই শিক্ষক বাংলা-ইংরেজি পড়াচ্ছেন। আবার তিনিই বিজ্ঞানের ক্লাস নিচ্ছেন। অংকের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। যোগ্য ও দক্ষ অংকের শিক্ষকের অভাবে সাধারণ বিজ্ঞানের শিক্ষকরাই অংকের ক্লাস নিচ্ছেন। ফলে শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে না। যার নেতিবাচক পরিণতি জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় ফেল। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, এসএসসি পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের জন্য শুধু বিষয়ভিত্তিক বা এই দু'বিষয়ের শিক্ষকের অভাবই একমাত্র কারণ নয়। আরও যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– বিদ্যমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণহীনতা। স্কুলের সিলেবাসে বিশেষ করে অংকের সিলেবাসে পরিবর্তন এবং কমিউনিকেটিভ ইংরেজি পদ্ধতি চালু করার পর এসব বিষয়ের শিক্ষকদের 'আপডেট' করে দক্ষ করে তোলা হয়নি। ফলে পুরনো শিক্ষকরা সেকেলেই রয়ে গেছেন। নতুন সিলেবাসে ঠিকই শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন কিন্তু প্রকৃত পদ্ধতিতে পাঠদান করতে পারছেন না। জানা যায়, আশির দশকে তিন্ন স্তরে ইংরেজিকে আবশ্যিক বিষয় থেকে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করা হয়। এ সময়ে পাস করে যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন তাদের অধিকাংশই ইংরেজিতে দুর্বল। আবার এ সময়ের বিএসসি শিক্ষকরাও নতুন সিলেবাসের সঙ্গে নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। সূত্র জানায়, সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও বেসরকারি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের তেমন কোন সুযোগ নেই। সে ধরনের সুযোগ তৈরির কোন ব্যবস্থা ও পদক্ষেপও নেই। এসব নানা কারণে শুধু এ দুটি বিষয়ে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী পাবলিক পরীক্ষায় ফেল করে বলে জানা যায়।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এনামুল হক যুগান্তরকে বলেন, বছর বছর দেখা যায় শিক্ষার্থীরা এই দু'বিষয়েই বেশি ফেল করছে। বিষয়টি সব বোর্ড কর্তৃপক্ষ নজরে এনে এ অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য নানা রকম কর্মপন্থা বের করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। এই দু'বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও চলছে বলে তিনি জানান।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন এ বিষয়ে যুগান্তরকে বলেন, অংক ও ইংরেজির যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে– এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবার যেসব শিক্ষক আছেন তাদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগও সীমিত। এছাড়া, নকল করে পাস করা অনেকে রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে। এ কারণগুলো দূর করা এবং অংক ও ইংরেজির শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য মোট সরকার ইতিমধ্যেই নানারকম পদক্ষেপও নিয়েছে। ইংলিশ লিটারেচার টিচার্স এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় ইংরেজিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরি করা হচ্ছে। এসব প্রশিক্ষককে দিয়ে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া, শিক্ষা বোর্ডগুলোকেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বলা হয়েছে বলে তিনি জানান।